ইউনিট ৯

বাংলায় ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা

ভূমিকা

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় বাংলায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে। তবে পলাশীর বিজয়ে কোম্পানির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় কোম্পানিকে আরো কিছু ধাপ যথা- বক্সার যুদ্ধ, দিউয়ানী লাভ এবং দ্বৈত শাসন ইত্যাদি অতিক্রম করতে হয়। এই ইউনিটের সংশ্লিষ্ট পাঠে বক্সারের যুদ্ধ, কোম্পানির দিউয়ানী লাভ এবং দ্বৈত শাসন ও এর প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ–

➔ পাঠ ১ : বক্সারের যুদ্ধ ও ইংরেজদের দিউয়ানী লাভ

➔ পাঠ ২ : দ্বৈত শাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

পাঠ-১ : বক্সারের যুদ্ধ ও ইংরেজদের দিউয়ানী লাভ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ☞ ১৭৬৪ সালের বক্সার যুদ্ধের পটভূমি বা কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব বা ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- ☞ ১৭৬৫ সালে কোম্পানি কিভাবে দিউয়ানী লাভ করে এবং এর ফলাফল কি হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা তথা উপমহাদেশের ইতিহাসে বক্সার যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশের রাজনীতিতে অপরাজেয় শক্তির মর্যদা লাভ করে এবং দু'শ বছরের ইংরেজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

১.১ মীর জাফরের ক্ষমতাচ্যুতি ও মীর কাশিমের ক্ষমতা লাভ

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ মীর জাফর বাংলার মসনদ লাভ করেন । তবে নবাবী লাভ করলেও মীর জাফর প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি। তিনি ছিলেন একজন অযোগ্য ও অকর্মণ্য ব্যক্তি। সিংহাসনে বসে কোম্পানি ও এর কর্মচারীদেরকে প্রচুর অর্থ দিয়েও তিনি তাদের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হন। প্রত্যাশিত অর্থ না পেয়ে ইংরেজরা তার উপর অসন্তোষ হয়ে পড়ে। ইংরেজদের প্রবল চাপে অতিষ্ঠ হয়ে মীর জাফরও তাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গোপনে চেষ্টা করেন। ফলে কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ১৭৬০ সালে ইংরেজরা মীর জাফরকে পদচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

১.২ বক্সারের যুদ্ধের পটভূমি বা কারণ

মীর কাশিম কোম্পানিকে অনেক সুবিধা দানের শর্তে ক্ষমতা লাভ করেন। তবে তিনি মীর জাফরের মতো অকর্মণ্য, অযোগ্য ও হীন চরিত্রের লোক ছিলেন না। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। ইংরেজদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে থাকার হীন মনোবৃত্তি তার মধ্যে ছিল না। তাই প্রকৃত নবাব হিসেবে দেশ শাসন করার উদ্দেশ্যে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে কোম্পানির সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ অবনতিশীল সম্পর্ক বক্সারের যুদ্ধের পটভূমি রচনা করে। নিম্নে এসব পদক্ষেপ আলোচনা করা হলো।

সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মীর কাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা। নবাবের শাসনকার্যে ইংরেজদের অযাচিত হস্তক্ষেপ তাঁর নিকট অসহনীয় ছিল। তদুপরি তিনি মনে করতেন যে, ইংরেজদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারলে অচিরেই তারা এদেশের ভাগ্য বিধাতা হয়ে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ রোধ এবং ভবিষ্যতে কোম্পানিকে মোকাবিলার জন্য তিনি কতগুলো সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যথা- (ক) মুর্শিদাবাদ হতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর এবং পরিখা ও দুর্গ দ্বারা এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। (খ) সেনাবাহিনী পুনর্গঠন এবং সামরু ও মার্কার নামক দুজন ইউরোপীয় সৈনিকের সহায়তায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ। (গ) মুঙ্গেরে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং (ঘ) ইংরেজদের প্রীতিভাজন বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণসহ দুনীর্তিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদচ্যুতি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও নানা প্রকার শাস্তি বিধান। মীর কাশিমের এসব পদক্ষেপ কোম্পানির মধ্যে সন্দেহ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। পরিণামে তা বক্সারের যুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দেয়।

ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

১৭১৭ সালে মোগল সম্রাট ফররুখ শিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত ফরমান বলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বিনা শুল্কে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। এজন্য 'দস্তক' নামক ছাড়পত্রের ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এসময় কোম্পানির কর্মচারীরা দস্তকের ব্যাপক অপব্যবহার শুরু করে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ছাড়াও দস্তকের অপব্যবহারের মাধ্যমে তারা আন্তঃবাণিজ্য এমনকি কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বিনাশুল্কে পরিচালনা শুরু করে। এতে সরকার বিপুল

রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। তদুপরি দেশীয় ও অন্যান্য বণিকরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবাব দস্তকের অব্যবহার সম্পর্কে কোম্পানির কাছে প্রতিকার দাবি করলেও তারা এতে কোন কর্ণপাত করেনি। এমতাবস্থায় নবাব ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীদের উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক তুলে দেন। এতে নবাব আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলেও দেশীয় বণিকরা অসম বাণিজ্য প্রতিযোগিতার হাত হতে রক্ষা পায়। নবাবের এ ব্যবস্থা ইংরেজদের স্বার্থে আঘাত লাগায় তারা নবাবের সাথে প্রকাশ্য সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

বক্সারের যুদ্ধ

ইংরেজ অধ্যক্ষ এলিস কর্তৃক পাটনা দখলকে কেন্দ্র করে মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। মীর কাশিম পাটনা পুনর্দখল এবং সেখান থেকে এলিসকে বিতাড়িত করলে ক্ষুদ্ধ কলিকাতা কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৭৬৩ সালের ২৪ জুলাই ইংরেজরা গিরিয়া, কটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে মীর কাশিমের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। নবাব মীর কাশিম প্রথমে পাটনা এবং পরে অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা তাঁকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহায়তা করতে সম্মত হন। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমও তাদের সাথে যোগ দেন। ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর বিহারের বক্সার নামক স্থানে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে মেজর মনরোর নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

বক্সার যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব

বক্সারের যুদ্ধ উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ঐতিহাসিকদের মতে, ব্রিটিশ শক্তির উৎপত্তি হিসেবে উপমহাদেশে পলাশী যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত বক্সার ছিল একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুনিশ্চিত হয়। এতদিন পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি ছিল ক্ষমতার ভাগাভাগি ও সুযোগ-সুবিধার জন্য শাসকের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল অনিশ্চিত। বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজদের ক্ষমতা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য এবং তারা রাজকীয় ক্ষমতার কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডে পালিয়ে গেলে অযোধ্যায়ও ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মীর কাশিমের পলায়ন ও আত্মগোপন এবং দ্বিতীয় শাহ্ আলমের ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণের ফলে উপমহাদেশে ইংরেজ কর্তৃত্ব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তবে এ যুদ্ধের একটি তাৎক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিল ইংরেজদের দিউয়ানী লাভ।

১.৩ ইংরেজদের দিউয়ানী লাভ

১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের মতো গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। দায়িত্ব নিয়েই তিনি বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। সুজাউদ্দৌলাহ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং কারা ও এলাহাবাদ নামক দুটি জেলা ইংরেজদের হাতে তুলে দেন। দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সাথে সম্পাদিত চুক্তির নাম 'এলাহাবাদ চুক্তি'। ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট সম্পাদিত এ চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজরা কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি এবং বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা সম্রাট শাহ আলমকে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। বিনিময়ে সম্রাট ইংরেজদের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানী বা রাজস্ব শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন। অতঃপর ক্লাইভ বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলার নাম মাত্র নবাব নজমুদ্দৌলাকেও ক্ষমতাহীন করে ফেলেন।

দিউয়ানী লাভের ফলাফল ও গুরুত্ব

১৭৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানী লাভ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি ছিল কোম্পানির জন্য এক বিরাট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয়। এর ফলে আইনত ও কার্যত কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার পূর্ণ কতৃত্বের অধিকারী হয়ে পড়ে। নবাব এমনকি সম্রাটরাও কোম্পানির হাতের পুতুল হয়ে যায়। এ দিউয়ানী লাভের ফলে কোম্পানি অর্থনৈতিক দেওলিয়াত্বের হাত হতে রক্ষা পায়। এদেশের রাজস্ব আয় হতেই কোম্পানি তাদের বাণিজ্য পুজি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। কোম্পানির কর্মচারীরাও বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ পায়। ফলে কোম্পানির ও কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেও এদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এদেশ থেকে কোম্পানির ব্যাপকভাবে সম্পদ পাচারের ফলে ইংল্যান্ডে শিল্প ও কৃষি বিপ্লব সাধিত হয়।

সার-সংক্ষেপ

১৭৬০ সালে মীরজাফরকে উৎখাত করে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি গোপন চুক্তি মাফিক শর্তসাপেক্ষে মীর কাশিমকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। মীর কাশিম ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং স্বাধীনচেতা নবাব। স্বীয় স্বার্থ ও জাতির মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি কতগুলো পদক্ষেপ নেন। তাঁর এসব পদক্ষেপ ইংরেজদের স্বার্থের প্রতিকূল হওয়ায় অচিরেই ইংরেজদের সাথে তাঁর প্রকাশ্য সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষের শেষ পরিণতি ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সহায়তায় মীর কাশিম ইংরেজদের মোকাবিলা করেন। কিন্তু সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ১৭৬৫ সালে মোগল সম্রাট এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেউয়ানী সনদ প্রদান করেন। ইংরেজদের এই দেউয়ানী লাভ উপমহাদেশে তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পথকে সুনিশ্চিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. বক্সার অবস্থিত –
   ক. মুর্শিদাবাদে খ. উড়িষ্যায়
   গ. বিহারে ঘ. রাজস্থানে

২. বক্সার যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতির নাম–
   ক. লর্ড ক্লাইভ খ. মেজর মনরো
   গ. কর্নেল স্কট ঘ. ভ্যান্সিটার্ট

৩. যে চুক্তি বলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানী লাভ করে, তার নাম–
   ক. কলিকাতা চুক্তি খ. আলীনগরের সন্ধী
   গ. দিল্লি চুক্তি ঘ. এলাহাবাদ চুক্তি

৪. ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানী লাভ করে–
   ক. ১৭৬৩ সালে খ. ১৭৬৪ সালে
   গ. ১৭৬৫ সালে ঘ. ১৭৬৬ সালে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ১৭৬০ সালে ইংরেজরা ___ ক্ষমতাচ্যুত করে মীর কাশিমকে নবাব করেন।
২. দিউয়ানী লাভ ছিল কোম্পানির জন্য এক বিরাট ____ ও ___ বিজয়।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ইংরেজরা মীর কাশিমকে পদচ্যুত করে পুনরায় মীর জাফরকে নবাব পদে অধিষ্ঠিত করেন।
২. ১৭৬৪ সালে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানী লাভ করে।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. বক্সার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অযোধ্যার নবাবের নাম কি?
২. এলাহাবাদ চুক্তি সম্পাদনকারী ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেলের নাম কি?

ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. বক্সারের যুদ্ধের কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. দিউয়ানী বলতে কি বুঝায়?
৪. ইংরেজদের দিউয়ানী লাভের ফলাফল আলোচনা করুন।

পাঠ-২ : দ্বৈত শাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ☞ দ্বৈত শাসন কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ দ্বৈত শাসনের ফলাফল আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও দিউয়ানী শাসনের অবসান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

২.১ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা

মোগল শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাদেশিক শাসনকার্য দুভাগে বিভক্ত ছিল- (ক) নিযামত শাসন (খ) দিউয়ানী শাসন। নবাবী আমলে বাংলার নবাবগণ ছিলনে একাধারে নাযিম ও দিউয়ান। নাযিম হিসেবে তারা প্রশাসন, বিচার ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। অন্যদিকে দিউয়ান হিসেবে তারা রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করতেন। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এখানে নতুন দ্বৈত শাসন নীতি প্রবর্তন করে। নিযামত ও দিউয়ানী এই দ্বিবিধ শাসন কার্যের দায়-দায়িত্ব ভাগাভাগিকে দ্বৈত শাসন বলে। ১৭৬৫ সালে এলাহাবাদ চুক্তির পর ক্লাইভ এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী দিউয়ান হিসেবে কোম্পানির রাজস্ব প্রশাসন ও দেশ রক্ষার ভার থাকে কোম্পানির হাতে, অন্যদিকে নিযামত বা প্রশাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয় নবাবের হাতে।

২.২ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় ক্লাইভের নীতি

১৭৬৫ সালের চুক্তিতে কোম্পানি দিউয়ানী লাভ করলেও চতুর ক্লাইভ দিউয়ানী শাসন পরিচালনার ভার সরাসরি কোম্পানির হাতে দেন নি। এ ব্যাপারে তাদের কিছু বাস্তব অসুবিধা ছিল। যথা-

১. সরাসরি দিউয়ানী শাসন পরিচালনার জন্য কোম্পানির প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবল ছিল না।
২. কোম্পানি কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও আইন-কানুন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব ছিল।
৩. কোম্পানির সরাসরি রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনায় এদেশে বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির সাথে সংঘাত অনিবার্য হতো। কেননা বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের ব্যাপার ছিল দিউয়ানীর অন্তর্গত। বিদেশী কোম্পানিগুলো নবাবকে শুল্ক দিতে রাজি ছিল। ইংরেজ কোম্পানিকে নয়। এমতাবস্থায় চতুর ক্লাইভ দিউয়ানী পরিচালনার সমস্ত ভার অর্পণ করেন নবাব তথা দেশীয় আমলাতন্ত্রের উপর। কোম্পানির হাতে রাখা হয় কেন্দ্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা।

২.৩ কোম্পানির প্রতিনিধি দিউয়ান নিয়োগ

এসময় বাংলার নবাব নাজিমুদ্দৌলা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় ক্লাইভ সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানকে 'নায়েব নাযিম' উপাধি দিয়ে তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত করেন। বাংলার দিউয়ানীর সমস্ত দায়িত্ব রেজা খানকে দেওয়া হয়। আর বিহারের জন্য নিয়োগ করা হয় সিতাব রায়কে। এরা ছিলেন কোম্পানির 'প্রতিনিধি দিউয়ান' বা 'নায়েব দিউয়ান'। এদের কর্মস্থল ছিল যথাক্রমে মুর্শিদাবাদ ও পাটনা। প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত রাজস্ব কোম্পানিকে প্রদান করার শর্তে এদের নিয়োগ করা হয়। কোম্পানির পক্ষ হতে সার্বিক ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য মুর্শিদাবাদ দরবারে একজন ইংজের প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

২.৪ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলাফল

ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা এদেশের জনগণের জন্য ছিল এক বিরাট অভিশাপ । এ ব্যবস্থায় শাসন দায়িত্ব নবাবের হাতে রইল অথচ অর্থনৈতিক কোন ক্ষমতা ও অধিকার তাঁর রইল না। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় কোন দায়-দায়িত্ব কোম্পানির রইল না, কিন্তু প্রশাসনের মূল ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে গেল কোম্পানির হাতে। তদুপরি নায়েব নাযিম নিয়োগের ক্ষমতা কোম্পানির হাতে থাকায় শাসন পরিচালনাও তাদের ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। এভাবে নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে যান এবং প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

এই ব্যবস্থায় দিউয়ানী পরিচালনার ভার ছিল রেজাখানের হাতে। তবে রাজস্ব হার বাড়ানো-কমানোর দায়িত্ব থেকে গেল কোম্পানির হাতে। কোম্পানির ইচ্ছামত উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারণ, কোম্পানি কর্মচারীদের দুর্নীতি ও লুঠপাট, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচার, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে

দেশের দুরাবস্থা দিন দিন বাড়তে থাকে । দেশের অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে । বাংলার শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধি ধ্বংস হয়ে যায়। তথাপি ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানি কর্তৃক রেজা খানের উপর প্রবল চাপ প্রয়োগের ফলে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে রাজস্ব আদায়কারী আমলাদের অত্যাচারের ভয়ে বহু রায়ত পেশা পরিবর্তন করে বা অন্যত্র পালিয়ে যায়। এ সময় এক প্রলয়ংকারী দুর্ভিক্ষ বাংলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

২.৫ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

দিউয়ানী ও দ্বৈত শাসনের পরিণাম ছিল বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ধ্বংসলীলা। এ দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। দ্বৈত শাসনের কুফলে বাংলার জনজীবন যখন চরম বিপর্যয়ের মুখে তখন পরপর দুবছর খরা ও অনাবৃষ্টির ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। এসময় খাদ্যের অভাবে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খাদ্য কেনার জন্য মানুষ সন্তান বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করত। জীবিত মানুষ গাছের পাতা, ঘাস এমন কি মরা মানুষের গোশত খেয়ে জীবন ধারণ করত। বাংলার জনগণের এরূপ দুর্দশা লাঘবে কোম্পানি কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় নি। অধিকন্তু কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটায়। এসময় মজুদদারী করে তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে স্বদেশে পাচার করে। দুর্ভিক্ষের কারণে জনগণকে খাজনার দায় থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। তদুপরি পরের বছর শতকরা ১০ টাকা খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে জনগণের দুর্ভোগ চরম সীমায় উন্নীত হয়।

২.৬ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরোক্ষ ফল দ্বৈত শাসনের অবসান। কোম্পানির দায়িত্বহীন ক্ষমতা ও দ্বৈত শাসনের ফলে এ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এ দুর্ভিক্ষের ফলে কোম্পানির রাজস্ব আয় কমে যায়। বাণিজ্যেও মন্দা দেখা দেয়। সর্বোপরি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও মারাত্মক অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় ইংল্যান্ডের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ দ্বৈত শাসন অবসানের সিদ্ধান্ত নেন। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে শাসনভার কোম্পানির স্বহস্তে গ্রহণ করেন। নবাবকে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়। রাজস্ব দপ্তরও মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। এভাবে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

সার-সংক্ষেপ

পলাশীর যুদ্ধ জয়ের মধ্যদিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশে আধিপত্য বিস্তারের যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল দিউয়ানী লাভ ও দ্বৈত শাসন প্রবর্তনেরে মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দিউয়ানী বা রাজস্ব শাসন ও দেশ রক্ষার ভার নিজ হাতে নেয়। অন্য দিকে নিযামত প্রশাসন ও বিচারের দায়িত্ব নবাবের হাতে অর্পণ করে। এ ব্যবস্থা দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় কোম্পানি দায়িত্বহীন ক্ষমতা লাভ করে এবং নবাব পায় ক্ষমতাহীন দায়িত্ব। এ ব্যবস্থা বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। অদুপরি অনাবৃষ্টি ও খরার ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়- ইতিহাসে এটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। দুর্ভিক্ষ ব্যাপক প্রাণহানীর প্রেক্ষিতে ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসন বাতিল করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. দ্বৈত শাসন প্রর্বতন করা হয়-

ক. ১৭৬৪ সালে খ. ১৭৬৫ সালে

গ. ১৭৬৬ সালে ঘ. ১৭৬৭ সালে

২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল-

ক. ১১৭৬ বঙ্গাব্দে খ. ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে

গ. ১২৭৬ বঙ্গাব্দে ঘ. ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে

৩. কোম্পানির পরিচালক সভার নির্দেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা অবসান ঘটান-

ক. ভেন্সী টার্ট খ. ওয়ারেন হেস্টিংস

গ. লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ. উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. নবাবী আমলে নবাবগণ ছিলেন একাধারে ____ ও ____।

২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার মোট জসংখ্যার ____ প্রাণ হারায়।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. লর্ড ক্লাইভ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

২. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নবাব পেয়েছিলেন দায়িত্বহীন ক্ষমতা।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. লর্ড ক্লাইভ কাকে বাংলার নবাবের অভিভাবক বা নায়েব নাযিম নিয়োগ করেছিলেন?

২. ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব দপ্তর মুর্শিদাবাদ থেকে কোথায় স্থানান্তরিত করেন?

ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. দ্বৈত শাসন বলতে কি বুঝায়?

২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে আলোচনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৯

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. বক্সারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।

২. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায়? দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রভাব আলোচনা করুন।